চাপড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

নাম - সিলভা মণ্ডল

সেমিস্টার - তৃতীয়

বিষয় - বাংলা অনার্স

বর্ষ - ২০২২ - ২০২৩

রেজিস্ট্রেশন নং - ০৪৮৪২৪

চাপড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

নাম - সিলভা মণ্ডল

সেমিস্টার - তৃতীয়

বিষয় - বাংলা অনার্স

বর্ষ - ২০২২ - ২০২৩

রেজিস্ট্রেশন নং - ০৪৮৪২৪

ভ্রমণ সাহিত্য :-

☑ ভ্রমন সাহিত্য গদ্য সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা। বাংলা ভ্রমন সাহিত্য কতটুকু সমৃদ্ধ তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিপুলা এই পৃথিবীর যে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, নগর, রাজধানী আছে; নদী, গিরি, সমুদ্রভূমি আছে, তা জানার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। এই আগ্রহ যখন বিচিত্র অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যের রসমিশ্রিত হয়ে লিখিত হয় তখন তাকে ভ্রমন কাহিনী বা ভ্রমন সাহিত্য বা ভ্রমন বৃত্তান্ত বলে। বুদ্ধদেব বসু তাই যথার্থই বলেছেন –

> " ঘটনার নাম অভিজ্ঞতা নয়, ঘটনা হচ্ছে কাঁচামাল যা অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টি মনের বিশেষ একরকম রসায়ন ক্রিয়া-বিশেষ একটা ক্ষমতা সাপেক্ষ।"

☑ অর্থাৎ যে সাহিত্যে লেখকের ভ্রমন অভিজ্ঞতা বিচিত্র আলিম্পনে চিত্রিত হয় সেই সাহিত্যকে বলা যেতে পারে ভ্রমন সাহিত্য।

ভ্রমন সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ক) লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ভ্রমন সাহিত্য রচিত হয়।

খ) ভ্রমন সাহিত্যে থাকে বিশেষ এলাকার সামগ্রিক জীবনযাত্রা।

গ) পরস্পর বিরোধী নানা কাহিনী ভ্রমন সাহিত্যে গ্রথিত হয় লেখকের সুত্রে।

ঘ) ভ্রমন সাহিত্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি উঠে আসে।

ঙ) ভ্রমন সাহিত্যে ভাষার ঐশ্বর্য্য থাকে বলে তাতে সাহিত্য রস পরিস্ফুট হয়।

চ) ভ্রমন সাহিত্য হতে গেলে শুধুমাত্র ঘটনা পর পর লিপিবদ্ধ করলেই হবে না, ভৌগোলিক জ্ঞান-কে ভাষার ঐশ্বর্য্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলতে হবে।

ছ) অভিজ্ঞতা বা ঘটনা যখন মনের এক বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রকাশিত হয় তখন তা ভ্রমন সাহিত্য হয়ে ওঠে।

পুরী ভ্রমন

ভূমিকা :-

মানুষ স্বভাবের দিক থেকে উষ্ণ মরু পেরিয়ে, দুর্গম হিমালয় জয় করে, কুয়াশা অরণ্যে মশাল জ্বেলে পথ খুঁজে আজীবন যে বেড়াতে ভালবাসে। মনুষ্যজন্ম আমি নিজের রক্তেও অনুভব করেছি সেই বেড়ানোর নেশা। ছোটোবেলা থেকেই অনেকবার পাহাড় দেখেছি, জঙ্গল দেখেছি কিন্তু সমুদ্রের কাছাকাছি যেতে পারিনি, প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বহুবার সমুদ্র দর্শনের বর্ণনা শুনেছি, বইয়ে এবং টিভি-সিনেমায় সমুদ্র দৃশ্য দেখেছি। নিজের চোখে সত্যিকারের সমুদ্রকে কখনও দেখা হয়ে ওঠেনি, কিন্তু হঠাৎই বাবা সেদিন বললেন, 'এবারে পুজোয় ছুটিতে আমরা পুরী যাচ্ছি', আনন্দে আমার মন নেচে উঠল। পুরী মানেই তো সমুদ্র, শুরু হল দিনগোনা।

যাত্রা শুরু :-

অক্টোবরের তেইশ তারিখ আমরা রওনা দিলাম। পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়ার কথা রাত দশটার পরে, অনেক আগেই পৌঁছে গেলাম স্টেশনে। যেন সময় আর কাটতে চায় না, তারপর একসময় ট্রেন নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে ঢুকল এবং

আমাদের নিয়ে যথাসময়ে ছেড়েও দিল। সমুদ্র দেখার উত্তেজনায় কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। সকাল হতে না হতেই জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে সকাল নটার আগেই পৌঁছে গেলাম পুরী।

প্রথম সমুদ্র দর্শন :-

সমুদ্রের ধারের এক হোটেলে আগে থেকেই আমাদের ঘর বুক করা ছিল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রিক্সায় উঠে আমরা হোটেলের দিকে রওনা হলাম কিছুদূর যাওয়ার পরেই কানে এল সমুদ্রের গর্জন। আরও কিছুটা এগোতেই বাঁদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আমার বহু কাঙ্ক্ষিত, আমার স্বপ্নের সমুদ্র। চোখে পড়ল অন্তহীন নীলের বিস্তার। সাদা ফেনা বুকে নিয়ে ছুটে আসছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। যত দূর দেখা যায়, শুধু জল আর জল। পুরীর সমুদ্র তীরে হোটেলে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই চলে এলাম সমুদ্রতীরে। সেখানে লোকজনের ছড়াছড়ি। কেউ বালিতে বসে আছে, কেউ স্নান করছে, কেউ ঝিনুক খুঁজছে, কেউ বা ছবি তোলায় ব্যস্ত। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দু-চোখ ভরে দেখতে লাগলাম সমুদ্রকে বড়ো বড়ো ঢেউ গর্জন করে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে, আমার মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন — " হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার, একমাত্র কন্যা তব কোলে, তাই তন্দ্রা নাহি তার চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা আছো, সদা

আশা, সদা আন্দোলন," হঠাৎ দেখি একটা ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিয়েছে আমার পা, আমি অঞ্জলি ভরে তুলে নিলাম সেই ঢেউয়ের জল। সমুদ্রে স্নান করে দেহ-মন ভরে গেল এক অদ্ভুত আনন্দে। স্নান শেষে হোটেলে ফিরে দুপুরের আহার ও বিশ্রাম, বিকেলে আবার গিয়ে বসলাম সমুদ্রের তীরে। অনন্ত জল রাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় অন্ধকার নেমে এল, আকাশে অসংখ্য তারা আর নীচে উত্তাল সমুদ্র। রাতের সমুদ্রও বড়ো অপরূপ, বড়োই মনোহর।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন :-

পরদিন খুব সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশের জায়গাগুলি দেখতে, দেখলাম ধবল-গিরি, উদয়গিরি, খন্ডগিরি, নন্দনকানন এবং কোনারক কোনারকের সূর্যমন্দির আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করল। বহুকাল আগে তৈরি এই মন্দিরের অনেক টাই ধ্বংস হয়ে গেছে, তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও অতি চমৎকার, নাম-না-জানা সেসব শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছিল এই শিল্পকোশল তাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম, বিদায়ের আগের দিন, পরদিন দেখলাম সূর্যোদয় সমুদ্রে মিশে থাকা দিগন্ত ক্রমশ লাল হয়ে উঠতে লাগল, তারপর ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভ থেকেই যেন উঠে আসতে লাগল সূর্য, তার জবাকুসুমের মতো রং ক্রমশ হয়ে উঠল সোনা রঙের, বিকেলে

গেলাম জগন্নাথদেবের মন্দিরে, জগন্নাথদেবের বিগ্রহ দেখলাম। সন্ধ্যা দোরোলে কিছু বেলাকাটা করে হোটেলে ফিরলাম।

উপসংহার :-

পরদিন আমাদের ফেরার টিকিট, সেদিন সকাল থেকে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছি আমি সমুদ্রের ধারে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে নামল, যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে যাওয়া, রিক্সায় যেতে যেতে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সমুদ্রের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। তারপর তাকে আর দেখতে পেলাম না। শুধু একটা বড় ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। সেই শব্দে বিচ্ছেদের কান্না ছিল, আর ছিল আবার ফিরে আসার আমন্ত্রন।

তারিখ :- ৩১/১/২৩

Silva Mondal
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

31/01/2023
শিক্ষিকার স্বাক্ষর